অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ – নাটকে নীতিশিক্ষা

জয়দেব পণ্ডা [1*]

[1*] সহ অধ্যাপক,সংস্কৃত বিভাগ, পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া

ভারত-ইতিহাসের এক সুবর্ণযুগে জন্মগ্রহণ করে মহাকবি কালিদাস " আর্ট ফর আর্টস্ সেক " অর্থাৎ শিল্পের জন্যই শিল্প – এ মতবাদকে কাব্যরচনার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সৌন্দর্য সম্ভোগের কবিরূপে কাব্যরচনা তাঁর বিলাসমাত্র ছিল - এমত যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা বাস্তবপক্ষে কবির উপর অবিচার করেন । সংস্কৃতের অসংখ্য কবিদের মধ্যে কালিদাস যে অনন্য , তাঁর কাব্য নাটক যে সমাদরের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে আদৃত, তার কারণ কেবলমাত্র বর্ণনার চাকচিক্য কিংবা বাগ্বৈদগ্ধভনিতি হতে পারে না। অবশ্যই এর মধ্যে কিছু শাশ্বত মূল্যবোধের বিকাশ লক্ষ্য করেই সামাজিকবর্গের উচ্ছ্বাস এবং অকপট প্রশংসা।

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে যা আদর্শ হওয়া উচিত, তাকেই অর্থাৎ বহুজনহিতায় বৃহত্তর কল্যানের আদর্শকেই মহাকবি কালিদাস যথোপযুক্ত কাহিনীর মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন , তাঁর বিভিন্ন কাব্য ও নাটকে । মহাকবি কখনো প্রেয়কে শ্রেয়ের উপরে স্থান দেননি, তাঁর রচনায় শ্রেয় ও প্রেয় – একই বৃন্তে বিধৃত হয়েছে । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে – " তাঁহাকে একই কালে সৌন্দর্য ভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে । তাঁহার কাব্য সৌন্দর্য বিলাসেই শেষ হইয়া যায় না , তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন ।"

মহাকবির বিশ্ববিশ্রুত সপ্তাঙ্কবিশিষ্ট 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকেও এই আদর্শচেতনা ও চিরন্তন মূল্যবোধের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, যা নীতিশিক্ষারূপে সামাজিকবর্গের নিকট সমাদৃত । নাটকের সপ্তাঙ্ক পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়- মহাকবি নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর সংলাপ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সর্বকালে সর্বজনের অবশ্যপালনীয় নীতিশিক্ষা দান করেছেন।

ব্যক্তির নিজের জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা বা নিজ কার্যের গুনাগুন অপর ব্যক্তির বিচারের উপরেই বা পরিতুষ্টিবিধানের উপরেই নির্ণীত হয় – এই চিরন্তনসত্য মহাকবি প্রথমাঙ্কে 'নান্দ্যন্তে' নটী-সূত্রধারের কথপোকথনকালে সূত্রধারের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন –

"আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।

বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ।। " ১.২

অর্থাৎ নিজ কার্যের গুনাগুন যথার্থভাবে নির্ণয়ের এবং নিজ জ্ঞানের সঠিক পরিমাপের পরীক্ষালয় হলো বিদ্বৎসভা এবং পরীক্ষক বিদ্বজ্জনেরা । যাঁরা নিরন্তর বিদ্যালোচনার দ্বারা নিজেদের বুদ্ধিকে কুশাগ্র ও চিত্তবৃত্তিকে নির্মল করেছেন তাঁরা অপরের জ্ঞানের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ধারণ করতে সক্ষম হলেও তাঁদের নিজের সম্পর্কে জানার জন্য অনুরূপ গুণসম্পন্ন অপরব্যক্তির অভিমতের অপেক্ষা করা উচিত । নিজের কোনো বিষয়ে বিদ্যাবত্তা প্রকাশের পূর্বে আত্মতুষ্টি যে আদৌ সমীচিন নয়, বরং প্রয়োগের দ্বারা জনসন্তোষ লাভের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করা ও যত্নবান হওয়া উচিত – এই নীতিমূলক পন্থাটি কবিকুলশিরোমনি প্রস্তাবনাংশেই সূত্রধারের কণ্ঠে ব্যক্ত করলেন ।

সশরচাপহস্ত কৃষ্ণসারমৃগতে বাণনিক্ষেপে উদ্যত রাজা দুষ্যন্তকে মৃগহত্যা থেকে বিরত করে বৈখানস বললেন –

“তৎ সাধুকৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্।

আর্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্তুমনাগসি ।।” ১.১১

শ্লোকটি মহাকবি কালিদাসের রাজদণ্ডপ্রয়োগের নীতি সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। প্রজানুরঞ্জক রাজার প্রজারক্ষণার্থে সম্যকবিবেচনাপূর্বক দণ্ডপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য । কিন্তু সেই দণ্ড যদি অবিবেচনার সাথে প্রযুক্ত হয় তবে তা নিরপরাধীকেও দণ্ডিত করে এবং সমগ্র ধনসম্পত্তি বিনষ্ট করে । বৈখানসের এই উপদেশবাণীর মধ্য দিয়ে মহাকবি রাজার সম্যক্ বিবেচনাপূর্বক দণ্ডপ্রয়োগের নৈতিক শিক্ষা দান করলেন।

যা অবশ্যম্ভাবী তা যে কোনো স্থানে , যে কোনো কালে , যে কোনো অবস্থায় নিশ্চয়ই ঘটতে পারে । ললাটের লিখন খণ্ডন করবার শক্তি কারো নেই । যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায়ও অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনা ঘটতে বাধয় । সর্বত্র তার অবকাশ দৃষ্ট হয় । সেজন্যই ভূয়োদর্শী কবি রাজার মাধ্যমে বললেন –

“ অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র ।”১.১৫

কালের নিয়মে যা হবার তা হবেই। এই নিয়মকে দেশ কাল ও প্রতিরোধ করতে পারে না । এই কাল বা নিয়তির নিয়ম নিত্য , অব্যর্থ এবং অপরিবর্তনীয় । বল, বিদ্যা,বুদ্ধি কোনো কিছু দ্বারা এই কালের বিধানকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তাই একে বলা হয় ভবিতব্য। তাই এই ভবিতব্যের অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করে প্রতিটি মানুষের সংযত থাকা কর্তব্য, কখন সুখে অতি উৎফুল্ল বা দুঃখে শোক-কাতর হওয়া উচিত নয় – এই উপদেশবানী-ই যেন মহাকবি দান করলেন শ্লোকটিতে ।

আবার মানুষের সংশয়াদীর্ণ মনে কিরূপে সংশয়চ্ছেদ ঘটানো সম্ভব , সে বিষয়েও তিনি নীতিমূলক শিক্ষা দান করেছেন। মানুষের জীবন আর সংসার হলো সংশয়াদীর্ণ । কিন্তু সংশয় আছে বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা তো মানুষের কর্তব্য বা ধর্ম নয় । এই সংশয়কে অতিক্রম করে জীবন সংগ্রমে জয়ী হওয়াই মানুষের পক্ষে শ্রেয় । জীবনে প্রতিপদে সংশয় আসবে তার সমাধানের জন্য মানুষ কখনো আপ্তবাক্য কখনও বেদাদিশাস্ত্র বা কখনও উপমান অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা কর্তব্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু

অনেক সময় এমন সংশয় উপস্থিত হয় যে এসমস্ত দ্বারা সংশয়চ্ছেদ করা সম্ভব হয় না । সেক্ষেত্রে সন্দেহাদীর্ণ মনে কিরূপে সত্য নিরূপণ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে কবির নির্দেশ –

"সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমানমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ।"১.২০

অর্থাৎ কর্তব্য নির্ণয় করার সময় শুদ্ধ মনের সম্মতি যদি পাওয়া যায় তাহলে তার কোনোরূপ দ্বিধা করার প্রয়োজন থাকে না । সংশয় কালে মনই হচ্ছে প্রকৃত নির্দেশক । সুতরাং পবিত্র মনের যাতে সন্তোষ জন্মায় , সেটিই ধর্ম এবং সেই কাজই ধর্মানুমোদিত কাজ । অতএব মনই হচ্ছে সংশয়নিরসনের প্রথম ও প্রধান প্রমাণ বা নির্দেশক ।

মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয়াঙ্কে মৃগয়ার প্রশংসা করে নানা গুণ-রাজির উল্লেখ করেছেন । যেমন- নিরন্তর ধনুকের গুণ আকর্ষণ হেতু দেহের পূর্বভাগ কঠিন হয় , দেহ সূর্যকিরণ সহ্য করতে সক্ষম হয় , কঠিন শ্রমেও দেহ অবসন্ন হয় না , দেহ কৃশ হলেও বিশালতার জন্য তা পরিলক্ষিত হয় না, পর্বতবিহারী হস্তীর ন্যায় দেহ অমিত বল ধারণ করে , মেদক্ষয়ের জন্য উদর কৃশ হয় , দেহ লঘু ও পরিশ্রমযোগ্য হয় , ভয়ে ও ক্রোধে প্রাণিগণের চিত্ত বিকার লক্ষ করা যায় , চঞ্চল লক্ষ্য বাণের দ্বারা অনায়াসে বিদ্ধ করা যায়।– এসকাল গুণের মাধ্যমে ধনুর্ধরের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। ভগবান মনু প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারগন মৃগয়া ক্রিয়াকে কামজব্যসনের অন্তর্ভূক্ত করলেও কবিকুলগুরু সেনাপতির মুখদিয়ে বললেন –

"মেদচ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ

সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।

উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে

মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ ।।"২.৫

রাজ্যের সুশাসন ও সুরক্ষাব্যতীত প্রজাপালন রাজার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। আর রাজ্যের সুরক্ষার সার্থে প্রয়োজন অমিত বলশালী , ধনুর্ধর ও প্রভূত গুণসম্পন্ন নরপতি। সে সব কিছুই মৃগয়ারূপ বিনোদনের দ্বারা অনায়াস লব্ধ । তাই মনে করা যেতেই পারে, কালিদাস পক্ষান্তরে অত্যাসক্ত না হয়ে মৃগয়ার মাধ্যমে নরপতিদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ও অস্ত্রচালনায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উপদেশ দিয়েছেন ।

সুষ্ঠুরাজ্য পরিচালনার জন্য কোষ একটি প্রধান উপাদান বা সহায়। সেই কোষ সমৃদ্ধিকে অক্ষুন্ন রাখাতে রাজাকে প্রজাবর্গের নিকট হতে কর হিসেবে অবশ্যই অর্থগ্রহণ করতে হয় । তার জন্য সুষ্ঠু করনীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। মহাকবি কালিদাস অভিজ্ঞান-শকুন্তলের দ্বিতীয়াঙ্কে ও পঞ্চমাঙ্কে বিধৃত দুটি শ্লোকের মাধ্যমে তৎকালীন করগ্রহণের বিধির উপদেশ দিয়েছেন-

"যদনুতিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তৎ ফলম্ ।

তপঃষড়ভাগমক্ষয্যং দদাত্যারন্যকা হি নঃ ।।" ২.১৩

"ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গ এব, রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি ।

শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ, ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম্ম এষঃ ।।" ৬.৪

উক্ত শ্লোক দুটি থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারবর্ণ থেকে যে কর রাজা পান সে ধন অত্যন্ত নশ্বর কিন্তু অরণ্যবাসী মুনিগন রাজাকে করূপে যা দান করেন তা অক্ষয় । অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিচারবর্ণের প্রজাগণ রাজাকে উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ করূপে দান করেন ,এবং তপোবনবাসী মুনিগণ রাজাকে তাঁদের তপস্যার ষষ্ঠভাগের একভাগ ফল করূপে দান করেন এবং তা অক্ষয় ও অবিনশ্বর । ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনুও তাঁর ধর্ম্মশাস্ত্রে র সপ্তমাধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন –

"ম্রিয়মাণোপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্।

ন চ ক্ষুধাস্য সংসীদেচ্ছ্রোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্ ।। "মনুসংহিতা, ৭.১৩৩

সুতরাং কালিদাসের করনীতি যে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারী ছিল তা বলা যায় ।

মহাকবি কালিদাসের নবরসরুচিরা প্রতিভার অনবদ্য স্রাষ্টর চতুর্থাঙ্কে প্রদর্শিত দুর্বাসার অভিশাপ । ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ধারক বাহক , বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একনিষ্ঠ সমর্থক মহাকবি কালিদাসের কাছে কর্তব্যচ্যুতি ছিল মহাপরাধ । প্রাচীন ভারতে তপোবনে অতিথির নিত্য সমাগম হতো এবং অতিথিসেবা একটি প্রধান কর্তব্য ছিল ।উপনিষদেও অতিথিকে দেবজ্ঞানে পূজা করার উপদেশ রয়েছে -' ..... অতিথিদেবো ভব .....' তৈত্তিরীয় উপনিষদ, শিক্ষাবল্লী ১.২০। তাই অতিথিসৎকার একটি মহান ব্রত। কিন্তু আত্মসর্বস্ব ও স্বার্থপর প্রণয়ের মোহে যদি সেই কর্তব্যচ্যুতি ঘটে তা যে অমার্জনীয় অপরাধ – সেই নৈতিকশিক্ষা দানের নিমিত্ত দুর্বাসা-র কঠোর অভিশাপের নাটকীয় রূপ দান –

"আঃ অতিথিপতিভাবিনি,-

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা / তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।

স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্ / কথাং প্রমত্ত প্রথমং কৃতামিব ।। "৪.১

একান্ত স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন থেকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়া অমার্জনীয় অপরাধ । তাই এই অভিসম্পাত। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ বসু-র 'অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রনিধান যোগ্য, যেখানে তিনি বলেছেন – " ..... প্রণয় যতই পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট হউক, উহা যদি সামাজিক কর্তব্যসাধনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে উহাকে দূষণীয় বলে বিবেচনা করিতে হইবে ।" সেই সঙ্গে আরো বলেন যে " পবিত্র প্রেম অতি উৎকৃষ্ট বস্তু, কিন্তু সে প্রেম যদি মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়, তাহা অতিশয় অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে । এই কথার অর্থ এই যে , প্রণয়ের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা শুধু প্রণয়ীর বা প্রণয়িণীর নিজের মনের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা দ্বারা নিরূপিত হয় না । সমাজও তাহার একটি প্রধান নিরূপক । শকুন্তলা এই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া এত কষ্ট ভোগ করিলেন । "- এই শিক্ষাও অর্থাৎ সমাজ অনুমোদিত প্রণয়ই যে পরিনামে সুখকর হয় - এই উপদেশ ব্যঞ্জিত হয়েছে।

মহাকবি কালিদাস চতুর্থাঙ্কে বিষ্কম্ভক সমাপান্তে জনৈক কন্বশিষ্যের মুখনিঃসৃত শ্লোকদ্বয়ের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্যপরিবর্তনের মহার্ঘ শিক্ষণীয় বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন –

"যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনামাবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ ।

তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু ।।" ৪.২

" অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা ।

ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি ।।" ৪.৩

মানুষের জীবনে একান্ত সুখ বা একান্ত দুঃখের অবকাশ নেই । দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখ আসে, জীবনে উত্থান ও পতন, সম্পদ ও বিপদ যুগপৎ আসে না , চক্রের নেমির মতো এদুটি নিয়ত আবর্তিত হতে থাকে । তাই সুখ ও সমৃদ্ধিতে মানবের যেমন উল্লসিত হওয়া উচিত নয়, তেমনি দুঃখ ও বিপত্তিতে মানুষের কখনো অধীর ও বিচলিত হওয়া অনুচিত । শিষ্যের মুখে উচ্চারিত শ্লোকদ্বয়ের মাধ্যমে মহাকবি যেন অত্যন্ত সুকৌশলে সামাজিকগণের মনে পূর্ব থেকেই পরিণাম ও ফলের জন্য প্রস্তুত থাকার উপদেশ দিলেন।

চতুর্থাঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহগমণকালে তপোবনবাসী কুলপতি কন্ব , কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণ করে পিতা যেমন বরের কাছে যতটুকু প্রত্যাশা করে , তেমনি সাধারণ গৃহীর মত রাজা দুষ্যন্তের কাছে তাই চেয়েছেন-

"অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযমধনানুচ্চৈঃ কুলং চাত্মনস্তুব্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃত্যং স্নেহপ্রবৃত্তিং চ তাম্ ।

সামান্য প্রতিপত্তিপূর্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া ভাগ্যায়ত্তমতঃপরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূবন্ধুভিঃ ।।"৪.১৭

- মহর্ষি কন্বোচ্চারিত এই শ্লোকের মাধ্যমে মহাকবি নববধূর আত্মীয়পরিজনের যোগ্য বরে সম্প্রদান করে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন, বাকি সুখসাচ্ছন্দ্যের জন্য কন্যার ভাগ্যের উপরেই নির্ভর থাকতে বলেছেন। কারণ অধিক প্রত্যাশা সবসময় সুখদায়ক নাও হতে পারে। শ্লোকটি সার্বজনীন ও শাশ্বত মানবিক আবেদনের জন্য অধিক উপভোগ্য ।

পতিগৃহযাত্রাকালে মহর্ষি কন্ব তপোবনবালা শকুন্তলাকে যেসকল উপদেশ দিয়েছিলেন সেসবই নবপরিণীতা কুলবধূর পতিগৃহে আচরণীয় বা অবশ্য পালনীয় ধর্ম-এর শিক্ষা ।পশ্চাত্তরে মহাকবি কালিদাস গৃহস্থ কুলবধূর সংসারজীবনের পাথেয়স্বরূপ যে সকল গুণ থাকা উচিত তারই উপদেশ দান করলেন । যা মহাকবির অসাধারণ দূরদর্শিতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিচায়ক ।

সেবাপরায়নতা, পতিভক্তি, সপৎনীর প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার, আত্মীয়পরিজন সেবক-সেবিকার প্রতি দাক্ষিন্য প্রদর্শন, নিরহংকার ইত্যাদি সদ্গুণরাজি প্রত্যেক নবপরিনীতা কুলবধূর চরিত্রে অভিপ্রেত। তখনকার দিনে সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, পরিবারও ছিল একান্নবর্তী। সে কারণে শ্বশুর-শ্বশ্রূ ও অন্যান্য গুরুজনদের সেবাপরিচর্যা করা , সপৎনীগনের সঙ্গে প্রিয় বান্ধবীর ন্যায় এবং সেবক সেবিকাদের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন । এমনকি , কোনো কারণে পতি রুষ্ট হলেও কখনো তাঁর বিরুদ্ধাচারন করা সঙ্গত নয়।–

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপৎনীজনে

ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতিপং গমঃ ।

ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেস্বনুৎসেকিনী

যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ।।" ৪.১৮

পতিগৃহে যাওয়ার প্রাক্ক্ষণে আত্মীয়পরিজনদের সাথে চিরকালের মতো বন্ধনাচ্ছিন্ন হওয়ার শোকে বিহ্বল নববধূর ব্যথাতুর হৃদয়কে কিঞ্চিৎ প্রশমনের উপায়ও যেন বলে দিলেন কালিদাস-

"অভিজনবতো ভর্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে

বিভবগুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।

তনয়মচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয় চ পাবনং

মম বিরহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণয়িষ্যসি ।।" ৪/১৯

পতিগৃহে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা , ঐশ্বর্যনিবন্ধন গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকর্মে সতত ব্যস্ত থাকা এবং পবিত্র সূর্যের মত পুত্রের জন্মদান – এই সকল ক্রিয়াকর্মে ব্যস্ত থেকে মাতাপিতা থেকে বিচ্ছেদবেদনার প্রশমন ঘটবে। এখানে মহর্ষি কন্বের মুখ দিয়ে কালিদাস মায়াময় ভববন্ধনের যে সত্যটি প্রকাশ করেছেন তা চিরন্তন ।

মহাকবি কালিদাস ছিলেন বর্ণাশ্রমধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থক । প্রতিটি মানুষের যে চতুরাশ্রমপ্রথা অনুযায়ী জীবনপরিচালনা করা উচিত সেই উপদেশও ব্যঞ্জিত হয়েছে শকুন্তলা-বিদায়ের প্রায় অন্তিমলগ্নে কাশ্যপের কন্যাকে সান্ত্বনাদান সূচক শ্লোকের মাধ্যমে-

"ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহীসপত্নী দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য ।

ভর্ত্রা তদর্পিতকুটুম্বভরেণ সার্ধং শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্ ।।" ৪/২০

অর্থাৎ শকুন্তলে !গার্হস্থ্য জীবন সমাপন করে , কুলক্রমাগত প্রথা অনুসরণ করে যখন বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবে , তখন পতির সঙ্গে এই শান্ত-রসাস্পদ আশ্রমে পদার্পণ করবে ।কবিকুলশিরোমনি পূর্বেই প্রথমাঙ্কে 'বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাদ্.....।'১/২৪ শ্লোকে কামভাববের বিরোধী ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উল্লেখ করেছেন । আর এখন গার্হস্থ্যাদি বাকি তিনটি আশ্রমের উল্লেখের মাধ্যমে তাঁর এই চতুরাশ্রমের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশিত করলেন ।

মহাকবি কালিদাসের 'সর্বস্বম্' অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এর চতুর্থাঙ্কের অন্তিমশ্লোক গভীর তাৎপর্যবহ । কন্যা যে চিরকাল পিতার স্নেহাঞ্চলের বস্তু নয়, তাকে যথাসময়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব যে পিতাতে বর্তায়- এ সকল চিরন্তন সত্যের বার্তা বহন করছে শ্লোকটি, যার দ্বারা মহাকবি পিতার কন্যার প্রতি অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের উপদেশ দান করেছেন –

"অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।

জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা ।।" ৪.২২

তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে 'আত্মা বৈ পুত্রনামাসি', সেই আত্মজা পুত্রীকে পতিগৃহে প্রেরণকালে পিতার হৃদয় বিয়োগব্যথায় কাতর হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু কালিদাস কন্যাকে পিতার কাছে গচ্ছিত পরকীয় অর্থস্বরূপ বলে মনে করতে বলেছেন । প্রকৃত মালিকের হাতে গচ্ছিতদ্রব্য প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত যেমন ন্যাসরক্ষকের মনে শান্তি বিরাজ করে না ,ঠিক তেমনি কন্যার পিতারও পতিহস্তে দান না করা পর্যন্ত অন্তরে স্বস্তি বা শান্তি বিরাজ করতে পারে না । তাই অবিবাহিত কন্যাকে নির্বিঘ্নে ও নিরুপদ্রবে লালন পালন ও রক্ষা করে উপযুক্ত সময়ে পতিগৃহে প্রেরণই পিতার অবশ্যপালনীয় ধর্ম এবং এই ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে শোকবিহ্বলপিতা ন্যাসরক্ষাকারীর ন্যায় গুরুদায়িত্বলাঘব হেতু স্বস্তি ও শান্তি অনুভব করে ।

পঞ্চমাঙ্কে কবিকুলপতি রাজার অবশ্যপালনীয় আচার , কর্তব্যসম্পাদন, দন্ডপ্রয়োগের নৈতিক শিক্ষা দান করেছেন। রাজা প্রকৃতিরঞ্জন। প্রজাপালনই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম । প্রজাসাধারণের মঙ্গলেই সদা ব্যাপৃত থাকা তাঁর প্রধান কর্তব্য । আর এই লোকপালন ও লোককল্যান কার্যে নিযুক্ত রাজার কখনোই বিশ্রামসুখ লাভ করা উচিত নয় । যেমন বিশ্বের সর্বজীবের পালন ও রক্ষণের কার্যে নিযুক্ত তপন , পবন ও অনন্ত নাগের বিরামের কোনো অবকাশ নেই, তেমনি প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনের কার্যে ব্যাপৃত রাজারও বিশ্রামের কোনো সুযোগ নেই। রাজার জীবনধারণ আর কর্তব্যপালন একই হওয়া উচিত। তাই কালিদাস কঞ্চুকীর মুখ দিয়ে বললেন-

" অবিশ্রমোঽয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ। কুতঃ –

ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গ এব রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি ।

শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম এষঃ ।।" ৫.৪

অলব্ধবস্তুর লাভ উদ্বেগের অবসান ঘটায় কিন্তু সেই লব্ধ বস্তুর রক্ষণ দুরূহ কাজ , ঠিক তেমনই রাজ্যলাভ উদ্বেগের অবসান ঘটালেও সেই রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ , রাজ্যশাসন, প্রজাপালন ও সর্বোপরি রাজকার্য পরিচালনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ , দায়িত্ববহুল ও বিশ্রামবর্জিত কার্য । পক্ষান্তরে মহাকবি রাজাকে রাজদায়িত্বপালনের গুরুভার সম্বন্ধে অবহিত করিয়ে দিলেন , সেই সঙ্গে সামাজিকগণের নিকট লব্ধবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণেও যে যত্ন কর্তব্য তার শিক্ষাও দান করলেন –

"ঔৎসুক্যমাত্রমবসায়য়তি প্রতিষ্ঠা ক্লিশ্নাতি লব্ধপরিপালনবৃত্তিরেব।

নাতি শ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায় রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্ ।।" ৫.৬

এরপর মহাকবি প্রজানুরঞ্জক রাজার প্রজাসাধারণের প্রতি কীরূপে কর্তব্য সম্পাদন করবেন – সেই উপদেশ তিনি প্রথম বৈতালিকের সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট করেছেন-

"স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব ।

অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্ ।।"৫.৭

রাজ্যের প্রজাদের সর্ববিধ কল্যানসাধন এবং রক্ষণপালনের কার্যে রাজা এমনভাবে আত্মনিয়োগ করবেন যেন তিনি স্বীয় সুখভোগে বীতস্পৃহ হয়ে প্রতিদিনই প্রজাদের জন্য নিজে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করছেন। রাজার কার্যের ধারা এরূপ হওয়া উচিত। যেমন বৃক্ষ স্বয়ং তাপ মস্তকে সহ্য করে ও নিজের ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে পথিকদের তাপ অপনোদন করে, তেমনি রাজাও নিজের সুখের প্রতি উদাসীন থেকে , প্রজাদের সুখের জন্য নিয়ত অশেষ ক্লেশ স্বীকার করবেন ।

বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং একনিষ্ঠ সেবক মহাকবি কালিদাস এ নাটকে নায়ক দুষ্যন্তকে 'বর্ণাশ্রমানাং রক্ষিতা' বর্ণাশ্রমের রক্ষকরূপে অংকিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই এই বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষার জন্য রাজাকে প্রয়োজনে দণ্ডের প্রয়োগ করতে হয় – সেই উপদেশ তিনি দান করছেন –

"নিয়মযসি কুমার্গপ্রস্থিতানামাত্তদণ্ডঃ প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায় ।

অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্ত নাম ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম্ ।।" ৬.৮

শাস্ত্রানুসারে উপনয়নসংস্কারে যুক্ত অভিষিক্ত রাজা নিজরাজ্যের প্রজাদের রক্ষার জন্য ন্যায়পূর্বক দণ্ডধারণ করবেন , প্রজাদের বিবাদ সংবাদ মীমাংসা করবেন এবং প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য সম্পাদন করবেন । এমনকি প্রজাদের বিপুল সম্পদের কালে অনেক আত্মীয়স্বজন এসে উপস্থিত হয়, সেক্ষেত্রে রাজা প্রকৃত বন্ধুর কৃত্য সম্পন্ন করবেন ।

তেজোদীপ্ত প্রজানুরঞ্জক রাজার কখনোই সমৃদ্ধির অহংকারে উৎফুল্ল বা গর্বিত হওয়া উচিত নয়। মহাকবির অভিপ্রায় - রাজা হবেন বিনয়নম্র, তিনি সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করে সৎকৃত করবেন । যেমন সজ্জন গুণবান ব্যক্তিরা ফলবান বৃক্ষের মত নত হতে জানেন, তাঁরা জানেন অপরকে আনন্দ দিয়ে নিজে আনন্দ পেতে , ঠিক তেমনই রাজা হবেন সজ্জন ব্যক্তি। সজ্জনেরা সদা বিনীত হন। সব কিছুর উর্দ্ধে তাদের কাছে বিনয়ের স্থান। তাই মহাকবি শার্ঙ্গরবের মুখ দিয়ে বললেন-

"ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈর্নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ ।

অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্।।"৫.১২

রাজা হবেন জিতেন্দ্রিয়। জিতেন্দ্রিয়রা পরস্ত্রীস্পর্শে সর্বদা বিমুখ। তাই পরস্ত্রীর রূপ বিশ্লেষণ তাঁকে শোভা পায় না । মহাকবি তাই উপদেশের সুরে রাজার মুখ দিয়ে বললেন- " অনির্বর্ননীয়ং পরকলত্রম্।" পঞ্চমাঙ্কের অপরএকটি শ্লোকেও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের চিত্তবৃত্তি কখনোই যে পরস্ত্রীস্পর্শের কামনায় দূষিত হয় না তা ব্যক্ত হয়েছে-

"কুসুমান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তিপঙ্কজান্যেব।

বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেশপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ।।" ৬.২৮

রাজ্যপালক রাজা রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা কর্তব্য। সুশাসক রাজা রাজ্যে ধর্মানুষ্ঠানের জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আর সেই ভয়ে রাক্ষসেরাও ধর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। রাজার রাজ্যশাসনেধর্মানুষ্ঠানে বিঘ্নাদির অভাবে যজ্ঞক্রিয়াদিও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। কালিদাসের রাজার প্রতি এই উপদেশও ব্যঞ্জিত হয়েছে দুষ্যন্তের রাজ্যশাসনের প্রশংসা করে ঋষিদের বলা শ্লোকে-

"কুতো ধর্মক্রিয়াবিঘ্নঃ সত্যাং রক্ষিতরি ত্বয়ি ।

তমস্তপতি ঘর্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি ।।" ৬.১৪

এইভাবে রাজার কার্যপ্রণালী বর্ণনা করে মহাকবি বিবাহিতা সাধ্বী নারীর ও তার আত্মীয় পরিজনের সামাজিক বিধি নিষেধের উপদেশ দিয়েছেন –

"সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।

অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে প্রিয়াঽপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভি ।।" ৬.১৭

পতি প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক পতিবতী নারীর সর্বথা পতিগৃহেই বাস করা শ্রেয়। অন্যথায় অর্থাৎ বিবাহিতা নারী পিতৃগৃহে দীর্ঘকাল যাবৎ বাস করলে তাকে ব্যভিচারিনীরূপে কলংকিত হতে হয় । তাই পরিণীতা কন্যা পতির প্রিয় বা অপ্রিয় হোক ,নিয়ত পতিগৃহে থাকুক-এই অভিপ্রায় পোষণ করেন স্ত্রীর আত্মীয়পরিজন , পিতামাতা । একই উপদেশ ব্যক্ত হয়েছে –

".....অথ তু বেৎসি শুচি ব্রতমাত্মনঃ পতিকুলে তব দাস্যমপি ক্ষমম্।।" ৬.২৭

গোপন প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ পরিচয়ের জ্ঞান থাকা যে অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য কবিকুলপতি কালিদাস শার্ঙ্গরবের মুখোচ্চারিত " .....অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্ ।।" ৬.২৪- এই শ্লোকের মাধ্যমে সেই উপদেশ ব্যক্ত করেছেন।

পরস্পরের হৃদয় অজ্ঞাত থাকলে মিত্রতা শত্রুতাতেই পর্যবসিত হয়। তাই সকলপ্রকার চপলতা বর্জন করে অপরের চিত্ত পরিচয় সম্যক রূপে জ্ঞাত হয়ে তবেই তাঁর সঙ্গে প্রণয় করা কর্তব্য।অন্যথায় , মিলন আপাততঃ মধুর হলেও পরিণামে তা বিষময় ফল প্রসব করতে পারে । কেননা , সমাজে বহু প্রতারক ও অস্থিরচিত্তের মানুষ আছে।সাধারণ সরল প্রকৃতির মানুষ সেই সমস্ত জটিল মানুষদের হৃদয়ের ভাষা বোঝে না। কিন্তু না বুঝে যদি সেরকম অস্থিরচিত্ত বা প্রতারকের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা দাম্পত্যের সম্পর্ক গড়ে তোলে তাহলে দুঃখের অন্ত থাকে না । এরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় , স্বামীর আচরণ হয় পরপুরুষের মত এবং স্ত্রী আচরণ করে সাক্ষাৎ বিঘ্নের মত । তখন অনুতাপ জন্মালে আর প্রতিকারের পথ খোলা থাকে না। তাই বন্ধুত্ব ও দাম্পত্য স্থাপনের সময় গোপনে করলে পরস্পরের সম্পর্কে পরস্পরের আগে ভাল করে জানা উচিত – এই নীতিশিক্ষাই বহন করে শ্লোকটি ।

মহাকবি কালিদাসের অনন্যসৃষ্টি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের ষষ্ঠাংকেও নাটকের ছলে নানাবিষয়ে উপদেশ বা নীতিশিক্ষা ব্যক্ত হয়েছে ।

অঙ্কের শুরুতেই শক্রাবতারবাসী ধীবরের মুখ দিয়ে কালিদাস সকলবর্ণের মানুষদের স্ববৃত্তি পালনের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার নৈতিক শিক্ষা দান করেছেন-

সহজং কিল যদ্ বিনিন্দিতং ন হি তৎ কর্ম বিবর্জনীয়ম্।

পশুমারণকর্মদারুণঃ অনুকম্পামৃদুরপি শ্রোত্রিয়ঃ।। ৬.১

যে বৃত্তি নিয়ে মানুষ জন্ম গ্রহণ করে , সে বৃত্তি নিন্দনীয় হলেও কখনো পরিত্যজ্য নয়। কেননা , বেদজ্ঞ বিপ্র অনুকম্পাপ্রবণ হলেও যজ্ঞে পশুহত্যা থেকে তিনি কখনো নিবৃত্ত থাকেন না ।মানুষের সহজ বা স্বাভাবিক বৃত্তি দোষযুক্ত হলেও তা কখনো পরিত্যাগ করা উচিত নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-র তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণও একই উপদেশ ব্যক্ত করেছেন-

"শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।" গীতা ৩.৩৫

পরবর্তীশ্লোকে কালিদাস মানুষের ইন্দ্রিয় সংযমের উপদেশ দিয়েছেন। ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়ের প্রতি অত্যাসক্তিই অসংযম। আর এই অসংযম মানুষের ছিদ্রস্বরূপ। মহাকবি তাই মহারাজ দুষ্যন্তের মুখ দিয়ে বললেন –

" বয়স্য , রন্ধ্রোপনিপাতিনোঽনর্থা ইতি যদুচ্যতে তদব্যভিচারি বচঃ।"

সংযম সুখ সম্পাদন করে , কিন্তু অসংযম দুঃখের মূল। অসংযমবশতঃ যদি কেউ কোনো ইন্দ্রিয়ের প্রতি অত্যাসক্ত হয় তবেই অনর্থ ঘটে। এই অসংযমরূপ ছিদ্র যত বৃদ্ধি পায় ততই অনর্থ বিস্তারিত হয়। তার ফলে কামক্রোধাদি রিপু জর্জরিত মানুষ কর্তব্যপথভ্রষ্ট হয়ে ক্লেশ অনুভব করে। তাই সংযম সর্বথা পালনীয়, যাতে ছিদ্রোৎপত্তি না হয় এবং অনর্থগুলির প্রবেশ না ঘটে – মহাকবির এই অভিপ্রায়ই ব্যঞ্জিত হয়েছে।

সৎপুরুষের চিত্তবৃত্তি কেমন হওয়া উচিত - সেই শিক্ষাও উপলব্ধ হয়েছে বিদূষকের বক্তব্যে - " ন কদাপি সৎপুরুষাঃ শোকচিত্তাঃ ভবন্তি।" বস্তুতঃ সৎপুরুষ বা প্রকৃতমহাজনগন কখনো যেমন হর্ষে উৎফুল্ল হন্ না , ঠিক তেমনই শোকেও বিষন্ন হন্ না । মহাপুরুষেরা সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি – এ সকল বিরুদ্ধাভাবের দ্বন্দ্বকে ঔদাসীন্যগর্ভ দৃষ্টিতে দেখে থাকেন । উক্ত বৈপরিত্যমূলক দশায় মহাজনেরা সর্বদা সমভাবাপন্ন হয়ে থাকেন – সৎপুরুষগনের চিত্তবৃত্তি এরূপ হওয়া উচিত।

মহাকবি বনিক ধনমিত্রের নৌব্যসনের বৃত্তান্তটি অবতারণা মাধ্যমে প্রজাপালক রাজার রাজ্যশাসনের নিমিত্ত প্রশাসনিক দক্ষতা , চাতুর্য্য ও ন্যায়বিচার দানের প্রতি যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকা আবশ্যক সেই নৈতিকশিক্ষা ব্যক্ত করেছেন। যার দ্বারা তিনি সুকৌশলে ন্যায়নিষ্ঠ, হৃদয়বান্ এবং রাজকর্তব্য পালনে তৎপর রাজার চরিত্র সামাজিকগনের চোখের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। রাজার ন্যায়বিচারদানের প্রতি কতটা নিষ্ঠাবান্ থাকা আবশ্যক তা রাজা দুষ্যন্তের অমাত্য পিশুনের প্রতি পুনরায় নির্দেশ দান থেকেই পরিস্ফুট – " ননু গর্ভঃ পিত্র্যং রিক্থমর্হতি, গচ্ছ এবমমাত্যং ব্রুহি "।

কবিকুলশিরোমনি মহাকবি কালিদাস নাটকের অন্তিমাঙ্ক সপ্তমাঙ্কে নায়িকা শকুন্তলার চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় আদর্শনারীর মূর্ত্তিমতী বিগ্রহকে উপস্থাপন করে, কখনো তাঁকে পাতিব্রত্যের মহিমায়, কখনো বা আদর্শ জননীরূপে সাফল্যমন্ডিত করে তুলেছেন। যা বিবাহিতনারীজীবনের চিরন্তন নৈতিক শিক্ষারূপে নাটকের আঙ্গিনায় চিত্রিত হয়েছে।

স্বামীকর্তৃক প্রত্যাখাত হয়েও শকুন্তলা তাঁরই প্রতীক্ষায় নিয়মক্ষামমুখী, এববেণীধরা , প্রোষিতভর্তৃকার জীবন বেছে নিয়েছে । রাজার বর্ণনায় তা প্রকাশিত - "...বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।" কোনো ক্ষোভ , কোনো অভিযোগ শকুন্তলারর মুখে আমরা দেখিনা। সব ভাগ্যের বিড়ম্বনাজ্ঞানে কঠোর কৃচ্ছ্রতায় স্বামীর মূর্ত্তি অন্তরে জাগরিত রেখে , তপস্যার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে সে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে । দুষ্যন্তের সঙ্গে দেখা হলে সে তাঁকে ক্ষমা করেছে এবং আর্যপুত্রকে সাদরে গ্রহণ করেছে। শকুন্তলা চরিত্রে ভাবাবেগপরবশ প্রণয়ের উচ্ছলতা থেকে শুচিস্নিগ্ধ নির্মোহ প্রেমের যে উত্তরণ মহাকবি চিত্রিত করেছেন তা অবশ্যই সর্বকালের সর্বজনের শিক্ষণীয় । সর্বোপরি শকুন্তলা পাতিব্রত্যের যে শিখা প্রোজ্জ্বলিত করেছেন তা সকল বিবাহিত নারীজীবনের আলোকবর্ত্তিকাস্বরূপ।

আবার প্রারম্ভিক অনুরাগের ধারা বিবাহোত্তর জীবনে যখন ক্রমক্ষীয়মাণ হয়, তখন সন্তানই হৃদয়ের দুই ভিন্ন পাড়ের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। সম্ভবতঃ এই গুরুত্বের ব্যঞ্জনা দিতেই কালিদাস আগে পুত্রের এবং তারপরে শকুন্তলার সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটিয়ে পরিপূর্ণ মিলনের চিত্র এঁকেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, নায়ক-নায়িকার যৌবনোচ্ছল প্রেমলীলা বর্ণনা কালিদাসের এই নাটকের বিষয়বস্তু নয়। তপস্যা , সংযম , নিষ্ঠার মাধ্যমে দেহনিষ্ঠ কামের দেহাতীত প্রেমে পরিণতি বর্ণনাই তাঁর নৈতিক উদ্দেশ্য। তাই প্রথম মিলনের সময় রাজার "অধরকিসলয়রাগঃ..... কুসুমমিব যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।।"১.১৯ ইত্যাদি শ্লোকের সাথে সপ্তমাঙ্কে দুষ্যন্তের শকুন্তলার পদতলে পতিত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা, তার চোখের জল মুছে দেওয়ার বর্ণনার প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজার অনুতাপদাহ এবং শকুন্তলার তপস্যায় তাঁদের ভোগৈকসর্বস্বতার সার্বিক পরিণতিতে নাটকের মঙ্গলময় পরিসমাপ্তি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই "প্রাচীন সাহিত্যে" বললেন – " কালিদাস অনাহূত প্রেমের সেই উন্মত্ত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাকে তরুণ লাবন্যের উজ্জ্বল রঙেই আঁকিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যেই তিনি তাঁর কাব্যকে শেষ করেন নাই। যে প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণামের দিকে কাব্যকে তিনি লইয়া গিয়াছেন সেখানেই তাঁহার কাব্যের চরম কথা।" " যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নর-নারীকে অভিভূত করিয়া সংযমদুর্গের প্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই।"

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

- অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – 'অর্থদ্যোতনিকা' টীকাসহ ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, সংস্কৃতপুস্তকভাণ্ডার প্রকাশিত, সপ্তম সংস্করণ ,কলিকাতা, জুলাই ২০১০।

- অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভারতীয় বিদ্যা শিক্ষা পরিষদ প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ , হুগলী, ১৪১২ বঙ্গাব্দ ।
- অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ কৃত 'অভিজ্ঞানকৌমুদী' টীকা সহ সম্পাদিত ,কলিকাতা, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।
- অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ –ডঃ অনিল চন্দ্র বসু সম্পাদিত, সংস্কৃত বুক ডিপো প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, আগস্ট ২০০৩।
- অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ –পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ , কলিকাতা , ১৯৪৬।
- কালিদাস সমগ্র , নবপত্র প্রকাশন , পাটুয়াটোলা লেন , কলকাতা , ১৯৮২ ।
- কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র – ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত , সদেশ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ ।
- মনুসংহিতা - শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সদেশ কর্তৃক প্রকাশিত , দশম সংস্করণ, ২০১০ ।
- রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য, ডঃ হরনাথ পাল , ব্যানার্জী এণ্ড কোং , রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট , কলকাতা , ১৯৯০ ।
- শকুন্তলাতত্ত্ব – চন্দ্রনাথ বসু , সংস্কৃতপুস্তকভাণ্ডার প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ , কলিকাতা , ১৩৯০ বঙ্গাব্দ ।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা – গীতা প্রেস প্রকাশিত, গোরক্ষপুর, ১৪১২ বঙ্গাব্দ ।